মার্চ ২০১৬, ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

গভর্নরের
বাংলা একাডেমি
পুরস্কার লাভ

নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কাজকে করেছে আধুনিক, সহজ, সময়সাশ্রয়ী এবং বিশ্বমানের।

তপন চৌধুরী
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার নিয়মিত পরিবেশনা স্মৃতিময় দিন। জীবনকে সবসময় ইতিবাচকভাবে দেখতে অভ্যস্ত তপন চৌধুরী ২০০৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ থেকে অবসরে যান। পরিক্রমার পাঠকদের সাথে বিনিময় করেছেন তাঁর চাকরিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা। তারই আলোকে সাজানো হয়েছে এবারের স্মৃতিময় দিন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেওয়ার অনুভূতি কেমন ছিল ?

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতায় সিলেট পাল্প অ্যান্ড পেপার মিলে অ্যাসিস্টেন্ট কেমিস্ট পদে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করি। পরে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরির সুযোগ পেয়ে যাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি, অতএব আরকিছু না ভেবেই চাকরিতে যোগদান করি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাকরিজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ, অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগে কাজ করে বিস্তর অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হয়েছে, যা অবসর জীবনে স্মৃতি রোমন্থনের উৎস হয়ে আছে।

'আনুগত্য অর্জনের জন্য প্রতিটি সন্তানকে পিতা-মাতার আদেশ নতমস্তকে পালন করতে হবে'- তপন চৌধুরী

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিজীবনের বিশেষ কোনো স্মৃতি মনে পড়ে ?

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি টিমের সাথে জনতা ব্যাংক, ইমামগঞ্জ কর্পোরেট শাখায় পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। প্রথমে পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং ব্যালেন্স ভেরিফাই করতে গিয়ে বত্রিশ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ঘাটতি পাই। নগদ অর্থ ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভল্টের ভেতর আমাদের থাকতে হয়েছিল। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এবং জনতা ব্যাংকের এমডির স্পেশাল টিমের সম্মুখে নগদ অর্থ ঘাটতির বিষয়টি সনাক্ত করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দিয়েছিলাম। যার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পাঁচজন চাকরিচ্যুত হয়েছিল। এই স্মৃতি আজও মনে পড়ে।

আপনার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে জানতে চাই-

আমার এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে প্রকৌশলী ও নরওয়ে প্রবাসী। মেয়ে ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজে শিক্ষকতা করে।

কিভাবে আপনি অবসর সময় কাটান ?

বাইশ বছর ধরে 'ব্রহ্ম সংসদ' নামে একটি সংগঠনের সাথে যুক্ত রয়েছি। এই সংগঠনটির মূলকথা- সকল সম্প্রদায়ের মৌলিক ধর্মগ্রন্থ যেমন, কোরআন শরীফ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটকের আলোকে জীবনকে আলোকিত করতে হবে। আনুগত্য অর্জনের জন্য প্রতিটি সন্তানকে পিতা-মাতার আদেশ নতমস্তকে পালন করতে হবে। এই আদর্শগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠনের মাধ্যমে আমরা নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। সম্প্রতি United Religions Initiative (URI) বা সংযুক্ত ধর্ম উদ্যোগ নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

এবার লেখালেখি প্রসঙ্গে কিছু কথা জানতে চাই-

আমি নিয়মিত লেখালেখি করি। ১৯৮১ সাল থেকে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখছি। ২০০৮ এ একুশে বইমেলায় 'অঙ্কুরিত বীজ' নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়। প্রতিকূলতার কারণে গানের বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা নিতে পারিনি। তবে নিজের ভালোলাগা থেকেই রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক গান, শ্যামা সঙ্গীত, নজরুলগীতি, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী ইত্যাদি গেয়ে থাকি। বাল্যকালে যাত্রা এবং নাটকে গান গেয়েছি, পুরস্কারও পেয়েছি।

আপনার সময়ের সাথে বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের তুলনা করুন-

বর্তমান যুগ নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের এই ছোঁয়া থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকও বাদ যায়নি। তবে এই পরিবর্তন অবশ্যই খুব ইতিবাচক। নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশ ব্যাংকের সব কাজকে করেছে আধুনিক, সহজ, সময়সাশ্রয়ী এবং বিশ্বমানের।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।

বর্তমানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তারা তারুণ্যে ভরপুর। তারা অনেক বেশি আধুনিক, কর্মদক্ষ ও ক্যারিয়ার সচেতন। তাদের কাছে প্রত্যাশা, নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজ দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তারা সফলতার আলোয় আলোকিত করবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

ড. আতিউর রহমানের বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫ পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ এগারোজন লেখক, সাহিত্যিক ও অনুবাদকের হাতে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সম্মাননাপত্র ও অর্থ তুলে দেন। ঐ দিন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্রিটিশ কবি ও জীবনানন্দ অনুবাদক জো উইন্টার, চেক প্রজাতন্ত্রের লেখক-গবেষক রিবেক মার্টিন, আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সমিতির (আইপিএ) সভাপতি রিচার্ড ডেনিস পল শার্কিন প্রমুখ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ড. আতিউর রহমান অর্থনীতি বিষয়ক কাজের জন্য গত কয়েক বছরে দেশে বিদেশে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর এই প্রথম কোনো সাহিত্য পুরস্কার পেলেন। প্রকৃতিপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনা হিসেবে পরিচিত এই অর্থনীতিবিদ-গবেষক দরিদ্র-জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি নিয়ে কাজ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লব নিয়ে গবেষণামূলক লেখা রয়েছে তাঁর। বলা হয়, অর্থনীতির মতো বিষয়ের সঙ্গে তিনি সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের আর্থসামাজিক ভাবনার ওপর তাঁর লেখা 'তব ভুবনে তব ভবনে' প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়েও তাঁর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ড. আতিউর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়া শেষ করে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে পিএইচডি করেন। বিআইডিএসের গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি জনতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালের ১ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেন দেশের খ্যাতনামা এ উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই তিনি প্রচলিত ধারার ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি উন্নয়ন-মুখী ও মানবিক ব্যাংকিং ধারণা প্রবর্তনে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের আর্থসামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে গবেষণা, লেখালেখি, নীতি-কৌশল গ্রহণ ও তা রূপায়ণে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তিনি। নিম্নআয়ের মানুষের কাছে আর্থিক সেবা ও সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত অর্থায়ন পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিনি 'ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন' অভিযানে নেমে পড়েন। তাঁর এ উদ্যোগ দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান সংবাদ সম্মেলনে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫' ঘোষণা করেন। সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫ প্রাপ্তরা হলেন- কবিতায় আলতাফ হোসেন, কথাসাহিত্যে শাহীন আখতার, প্রবন্ধে ড. আতিউর রহমান ও আবুল মোমেন, গবেষণায় মনিরুজ্জামান, অনুবাদে আবদুস সেলিম, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে তাজুল মোহাম্মদ, স্মৃতিকথায় ফারুক চৌধুরী, নাটকে মাসুম রেজা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ ক্ষেত্রে শরীফ খান এবং শিশুসাহিত্যে সুজন বড়ুয়া। উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালে পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে বাংলা একাডেমি গত অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, শিক্ষক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এসইআইপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

এসইআইপি প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন ইউনিট, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP), (Tranche-1) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৩ জানুয়ারি ২০১৬ গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও SEIP প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক জালাল আহমেদ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রউফ তালুকদার। আগামী তিন বছরে সারা দেশে ১০,২০০ জনকে (পাঁচটি সেক্টরে যেমন আইসিটি, গার্মেন্টস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেক্ট্রিক্যাল মেইনটিন্যান্সসহ মোট ১২টি ট্রেড কোর্সে) আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নির্বাচিত আটটি প্রতিষ্ঠানকে Notification of Award হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আনিস এ. খান এবং বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানিজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মফিজউদ্দিন সরকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ ব্যাংক ও SDCMU, SEIP প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন নারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসইআইপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন গভর্নর

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের সভা

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (আকু) এর স্ট্যান্ডিং টেকনিক্যাল কমিটির সভা বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আকু সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ আগামীতে নিজেদের মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থা সহজিকরণসহ পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন। সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এসময় আকু সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল লিডা বোরহান আজাদ উপস্থিত ছিলেন।

আকু'র সভায় যোগদানকারী অতিথিদের মাঝে ডেপুটি গভর্নর

উদ্বোধনী বক্তব্যের শুরুতেই এস. কে. সুর চৌধুরী বাংলাদেশে বিদেশি প্রতিনিধিদের বরণ করে নিতে বসন্তের শুভেচ্ছা জানান। এসময় তিনি ফলপ্রসু আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে সভার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ফটোসেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে সভার মূল আলোচনা শুরু হয়। আকু সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল লিডা বোরহান আজাদ এসময় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। পরে, এজেন্ডাভিত্তিক মূল আলোচনায় প্রতিনিধিবর্গের পারস্পরিক মতামতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন হলো সদস্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে একটি আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহজে লেনদেন নিষ্পন্ন করার তাগিদ থেকে ১৯৭৪ সালে এ সংস্থা গড়ে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ছয়টি। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগুলো হচ্ছে-বাংলাদেশ ব্যাংক, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব দ্য ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান, নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা। ১৯৭৭ সালে সেন্ট্রাল ব্যাংক অব মায়ানমার, ১৯৯৯ সালে রয়্যাল মনিটারি অথরিটি অব ভুটান এবং ২০০৯ সালে মালদ্বীপ রয়্যাল মনিটারি অথরিটি সংস্থাটিতে যোগ দেয়। ডলার ও ইউরোর মাধ্যমে আকুর বিনিময় বা লেনদেন নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। এশিয়ার এ নয়টি দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি খাতে দেশগুলোতে যে লেনদেন হয়, তা প্রতি দুই মাস পরপর পেমেন্ট করতে হয়। সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব পেমেন্ট করে।

এবারের বৈঠকে আকু সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি লেনদেন ব্যবস্থা সহজিকরণে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেয়া হয়।

নোট সর্টিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্যারান্টিতে নোট জমাদানকালে পুনঃপ্রচলনযোগ্য, অপ্রচলনযোগ্য, মিউটিলেটেড এবং দাবিযোগ্য নোট সম্পর্কে তফসিলি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমির এ কে এন আহমেদ অডিটোরিয়ামে ৯ জানুয়ারি ২০১৬ একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র এবং নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। মূল বক্তা হিসেবে কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশে কার্যরত ৫৬টি দেশি বিদেশি তফসিলি ব্যাংক হতে ৩৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নোট সর্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথি

পথশিশুদের হিসাব খোলার নতুন নির্দেশনা

এনজিওর মাধ্যমে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন পরিবর্তিত নিয়মানুযায়ী যৌথ স্বাক্ষরে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হতে হবে। শিশুর পিতা-মাতা বেঁচে থাকলে একজন এবং পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া এনজিওর মনোনীত একজন প্রতিনিধি পুরো বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন।

অন্যদিকে কোনো এনজিও সার্বক্ষণিকভাবে বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার কার্যক্রম বন্ধ করে দিলে কিংবা প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে হিসাব পরিচালনায় সক্ষম না হলে সেই পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের পিতা-মাতা বা অভিভাবক এবং শিশুর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এ ছাড়া সিগনেটরি বা হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে এনজিওর সহায়তা নেবে ওই ব্যাংক।

এ ছাড়া হিসাব বন্ধের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও এনজিও একটি যৌথভাবে স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র সংরক্ষণ করবে। পরে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিভাগে পাঠাতে হবে।

বেস্ট এমপ্লয়্যার অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের প্রথম ও শীর্ষস্থানীয় জব পোর্টাল বিডিজবস্ ডটকম ২০১৪ সালের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে বেস্ট এমপ্লয়্যার অ্যাওয়ার্ড পদক প্রদান করেছে। ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে পদক গ্রহণ করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, নির্বাহী পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় জব পোর্টাল বিডিজবস ডটকম ২০১৪ সালের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে সেরা নিয়োগকর্তা হিসেবে মনোনীত করায় আমি সম্মানিত ও গর্বিত। এ অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবদানও কম নয়। তাঁদের সহযোগিতা ও নিরলস শ্রমের কারণেই আজ বাংলাদেশ ব্যাংক এতদূর আসতে পেরেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন শক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বলেন, যেকোনো পুরস্কারই স্বীকৃতি অর্জনের দিকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে দেয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রকিউরমেন্ট পর্যন্ত সর্বত্র স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়। ডেপুটি গভর্নর বিডিজবস্ ডটকমকে এ স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিষয়ে চাকরিদাতাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিডিজবস্ ২০০৮ সাল থেকে প্রতি দুই বছর পর পর এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় চতুর্থবারের মতো আয়োজিত জরিপে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। ২০১৪ সালে ১০টি ক্যাটাগরিতে সেরা চাকরিদাতা বাছাইয়ের জন্য বিডিজবস্ ডটকম একটি অনলাইন জরিপের আয়োজন করে। জরিপে ৩,৫৫৭ জন অংশগ্রহণকারী (যাদের ৮১% চাকরিরত, ৮.৫% কর্মহীন এবং ৯.৫% সদ্য গ্রাজুয়েট/ছাত্র) চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঁচটি পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের উপর ভোট প্রদান করে। বিষয়গুলো হলো- প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিবেশ, ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি ও প্রয়োগ, কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ, প্রদত্ত বেতন ও অন্যান্য সুবিধা এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি। উক্ত জরিপের ফলাফল অনুসারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক 'বেস্ট এমপ্লয়্যার ২০১৪' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়।

পুনঃঅর্থায়ন অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীসহ অন্যান্য অতিথি

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বিডি ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ৮ নভেম্বর ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায় এবং বিডি ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী প্রধান মফিজউদ্দিন সরকার এবং লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী প্রধান মোহাম্মদ নাসির হোসেন চৌধুরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি সনদ প্রদান

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত 'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল' এর আওতায় নির্বাচিত উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি সনদ প্রদান অনুষ্ঠান ১০ নভেম্বর ২০১৫ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক স্বপন কুমার রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপমহাব্যবস্থাপক এস এম ফেরদৌস হোসেন। অনুষ্ঠানে ২৮টি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি সনদ প্রদান করা হয়।

সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে নির্বাহী পরিচালকদ্বয় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

সিবিএ'র পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

সাংস্কৃতিক সংগঠন ঝর্ণাধারার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়

অধিকোষের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সংঘের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক সম্প্রতি নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে সরাসরি সহকারী পরিচালক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। শেখ আজিজুল হক বাংলাদেশ ব্যাংকের এইচআরডি, এফইপিডি, এসিডি, সিবিএসপি সেল ইত্যাদি বিভাগে এবং বিবিটিএ'তে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য তিনি ভারত, মালয়েশিয়া, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, স্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন।

শেখ আজিজুল হক

বৃহৎ ঋণ সংক্রান্ত কর্মশালা অনুষ্ঠান

ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে Central Database for Large Credit (CDLC) গঠনের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও কার্যকারিতা এবং তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ১৯-২৪ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে ১৯ জানুয়ারি ২০১৬ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় কর্মশালাটি পরিচালিত হয়।

ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে উল্লেখ করেন, CDLC প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো বৃহৎ ঋণগুলোকে আরো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা যাতে সেগুলো দুর্বল হবার পূর্বেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের ঋণ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। এ তথ্যভাণ্ডার বিদ্যমান ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং এটি বৃহদাকার ঋণগুলোর তথ্য সংরক্ষণ ও পদ্ধতিগতভাবে পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ মনিটরিংকে জোরদার করবে। তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে সঠিকতা ও সময়ানুবর্তিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় জানানো হয় যে, দুর্বল ঋণ শুধুমাত্র উপার্জন সক্ষমতাই হারায় না বরং ঋণের মূল্য দ্রুত হ্রাস করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে বাধাগ্রস্ত করে। কাজেই, আর্থিক ব্যবস্থার দুর্দশা ও দুর্বলতা আগাম চিহ্নিতকরণ, তা নিরসনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ঋণদাতা ও বিনিয়োগকারীদের পাওনা আদায় নিশ্চিতকরণ আবশ্যক। বৃহৎ ঋণগ্রহীতারা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাদের দায়-দেনার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, বৃহৎ ঋণগ্রহীতা খেলাপি হলে কিংবা ঋণগুলো হতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ না হলে আর্থিক খাতে সিস্টেমিক ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে যা আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক স্থিতিশীলতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। কাজেই অর্থনীতিতে বিদ্যমান আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা সমুন্নত করা এবং একটি বলিষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CDLC নামক তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি নতুন Oversight Framework প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামো বৃহৎ ঋণ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে যৌথ ও এককভাবে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বড় আকারের দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবে। কর্মশালায় যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী এবং উপপরিচালক আব্দুল হাই CDLC বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা প্রদান করেন। বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম CDLC বিষয়ে কর্মশালায় উত্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস কল্যাণ সমিতি, ফরিদাবাদের আয়োজনে ৬ নভেম্বর ২০১৫ বার্ষিক ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাসুম পাটোয়ারী। টুর্নামেন্টে আটটি দল অংশগ্রহণ করে। দলসমূহকে দুটি দলে বিভক্ত করে খেলা পরিচালিত হয়। ২৭ নভেম্বর ২০১৫ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সচিব বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ড. আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান ও বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রজব আলী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী নিবাস কল্যাণ সমিতি, ফরিদাবাদের সভপতি মোঃ জহুরুল হক, স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং সঞ্চালনা করেন সমিতির সহসভাপতি মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ।

বিএফআইইউয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর সাথে নাইজেরিয়া, লেবানন ও কাজাখস্তান এফআইইউয়ের সমঝোতা স্মারক ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মোনাকোতে স্বাক্ষরিত হয়। ৩১ জানুয়ারি-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মেয়াদে এগমন্ট গ্রুপের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটসমূহের সভা চলাকালে উক্ত স্মারকগুলো স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকসমূহে বিএফআইইউয়ের পক্ষে ইউনিটের অপারেশনাল হেড (মহাব্যবস্থাপক) দেবপ্রসাদ দেবনাথ এবং নাইজেরিয়া, লেবানন ও কাজাখস্তান এফআইইউয়ের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিএফআইইউয়ের যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ মহছিন হোসাইনী, ইয়াসমিন রহমান বুলা ও উপপরিচালক তরুন তপন ত্রিপুরা উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে নাইজেরিয়া, লেবানন ও কাজাখস্তানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান আরো সহজতর হবে। উল্লেখ্য, বিএফআইইউয়ের সাথে এ পর্যন্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী এফআইইউয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো ৪১।

মোনাকোতে বিএফআইইউয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৩ ব্যাচের পিকনিক

নতুন বছরের শুরুতেই ১ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯৩ ব্যাচ (সহকারী পরিচালক) এর কর্মকর্তাগণ একটি পিকনিক আয়োজন করে ঢাকার অদূরে আশুলিয়ায়। পিকনিকে ব্যাচের কর্মকর্তাগণ সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। এসময় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ একটি ফটোসেশনে অংশ নেন।

কম্বোডিয়ায় বিশেষজ্ঞ মনোনীত

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের উপপরিচালক মোঃ মাসুদ রানা সম্প্রতি Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) কর্তৃক ২০১৬-১৭ সালে কম্বোডিয়ার মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশনের জন্য একজন FIU Expert হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। উক্ত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন টিমে বাংলাদেশের প্রতিনিধি ছাড়া আরো বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন সেক্টরের বিশেষজ্ঞরা অংশ নিবেন। তারা আগামী দেড় বছর অফ-সাইট এবং অন-সাইট ভিত্তিতে কম্বোডিয়ার সার্বিক মানিলন্ডারিং ও টেরোরিস্ট ফাইন্যান্সিং এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করবেন; যা দেশ হিসেবে কম্বোডিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ হবে।

মোঃ মাসুদ রানা

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ সমিতির নতুন কমিটি

বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সভা ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে তিন বছরের জন্য একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন- এ. এইচ. তৌফিক আহমেদ- সভাপতি এবং আতাউল হক ও মনসুর রহমান- সহসভাপতি। আবুল কালাম আজাদ- সাধারণ সম্পাদক, আবদুর রহমান ও এ. বি সিদ্দিক- যুগ্মসম্পাদক। মোঃ আমীর হোসেন- অর্থসম্পাদক, মোঃ আনোয়ারুল আমীন- প্রচার ও সাংগঠনিক সম্পাদক। এছাড়াও সমাজ কল্যাণ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক- সৈয়দ আবদুন নায়ীম এবং নির্বাহী সদস্যরা হলেন- সামসুল হক মোল্লা, নাজিম উদ্দিন আহমেদ, নুরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর বাদশা।

ময়মনসিংহ অফিস

কৃষি বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের আয়োজনে ২ ডিসেম্বর ২০১৫ ‘ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান তারল্য এবং কৃষি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিতরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। পরে ময়মনসিংহ অফিসের আওতাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এ অঞ্চলে কৃষি ও এসএমই খাতসহ সার্বিকভাবে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছয়টি ব্যাংকের (সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক) জানুয়ারি/২০১৬ মাসের মধ্যে গ্রাহক সমাবেশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুক্তাগাছা শাখা, ময়মনসিংহ কর্তৃক অয়োজিত মৎস্য খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাহক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুক্তাগাছাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের মৎস্য চাষের সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এ খাতে ঋণ প্রবাহ আরো বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান।

সভায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভাগীয় প্রধানসহ মুক্তাগাছা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ, নিকটবর্তী অন্যান্য শাখার শাখা প্রধান, এলাকার মৎস্যচাষি, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম প্রতিনিধি এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম বক্তব্য রাখছেন

সিলেট অফিস

আরটিজিএস বিষয়ক রোড-শো ও সেমিনার

আন্তঃব্যাংক লেনদেন দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের সহযোগিতায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সিলেট নগরীতে Real Time Gross Settlement System (RTGS) শীর্ষক র‌্যালি, রোড-শো ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিতে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধি মোঃ নাজমুল আলমসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্পোরেট গ্রাহকবৃন্দ এ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‌্যালিশেষে সিলেট নগরীর স্থানীয় এক হোটেলে আরটিজিএস বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইস্কান্দার মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, দেশের আন্তঃব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত যুগান্তকারী এ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে গ্রাহক সমাজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক ব্যাংক

র‌্যালির শুরুতে বেলুন উড়িয়ে আরটিজিএস প্রোগ্রামের উদ্বোধন করা হয়

কর্মকর্তাদেরও সম্যক ধারণা নেই। অত্যাধুনিক এ সকল লেনদেন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা এবং দৈনন্দিন লেনদেনে পদ্ধতিগুলোর ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে র‌্যালি এবং সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধি মোঃ নাজমুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের রেসিডেন্ট ম্যাক্রোপ্রুডেনসিয়াল অ্যাডভাইজার গ্রেন টাস্কি। আরো বক্তব্য রাখেন প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক খন্দকার আলী কামরান আল-জাহিদ ও মোহাম্মদ এখলাসউদ্দিন। তাছাড়া ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান কার্যালয়ের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক এস. এম. রেজাউল করিম। সেমিনারে ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সিলেটের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের বার্ষিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ব্যাংক চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন ব্যাংক ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুভেন্দু কুমার দেব। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্লাবের সদস্য পরেশ চন্দ্র দেবনাথ।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির সাথে প্রতিযোগীবৃন্দ

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ২০১৫ এ সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পুরস্কার প্রদান ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট অফিসে কর্মরত উপপরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামের কন্যা নুবায়শা ইসলামকে এ সান্ত্বনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং অফিসের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সকলের সাথে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। এছাড়া সিলেট অফিসের অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সম্পাদক মোঃ মতিউর রহমান

প্রধান অতিথি, সভাপতি ও বাবা-মার সাথে পুরস্কার বিজয়ী নুবায়শা ইসলাম

সরকার, যুগ্মপরিচালক, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, এ.এম(ক্যাশ) এবং সিবিএ'র আঞ্চলিক কমিটি, সিলেটের সভাপতি মোঃ মোফাখখারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকগণসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে নির্বাহী পরিচালক অফিসের বিভিন্ন শাখা ও বিভাগ পরিদর্শন করেন।

বরিশাল অফিস

ডেপুটি গভর্নরের বরিশাল অফিস পরিদর্শন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের নেতৃত্বে চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক ও উপমহাব্যবস্থাপক সাঈদা খানম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে ১ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিস পরিদর্শন করেন। বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী, উপমহাব্যবস্থাপকগণ এবং অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান। বরিশাল অফিসের ক্যাশ বিভাগ ও অফিস ভবনের বাইরের দেয়ালে নির্মিত ম্যুরালসহ অফিস চত্বরের বিভিন্ন অংশ তাঁরা পরিদর্শন করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ রাতে অতিথিবৃন্দ বরিশাল অফিসের ডরমেটরি পরিদর্শন করেন। এ সময় ডেপুটি গভর্নর ও সকল অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে অতিথিরা ‘ডরমেটরি নাইট’ উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা

পথশিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মহাব্যবস্থাপক ব্যাংক হিসাবধারী পথশিশুর মাঝে কম্বল বিতরণ করেন

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, বরিশাল শাখার উদ্যোগে মার্কেন্টাইল ব্যাংক ভবনে ১৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ব্যাংকের হিসাবধারী পথশিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বরিশাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমজাদ হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, বরিশাল শাখার ব্যবস্থাপক হুমায়ুন কবীর।

অনুষ্ঠানে মহাব্যবস্থাপক ব্যাংক হিসাবধারী পথশিশুদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। এ সময় তিনি শিশুদের অর্জিত আয়ের কিছু অংশ তাদের ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয়ের পরামর্শ দেন এবং কাজের পাশাপাশি পড়াশোনার মনোযোগী হওয়ার তাগিদ প্রদান করেন। সেসাথে তাদের সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার পরামর্শ দেন।

সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের ভিআইপি গেস্ট হাউজে ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ সৌর বিদ্যুৎ প্লান্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাব্যবস্থাপক বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিজের বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রকৌশল বিভাগসহ অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সৌরবিদ্যুতে চালিত একটি এলইডি বাল্ব জ্বেলে প্লান্টের উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের ছাদে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট

উল্লেখ্য, ১.৫ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই সৌরবিদ্যুৎ প্লান্ট থেকে বরিশাল অফিসের ভিআইপি গেস্ট হাউজ, জিএম রেস্ট হাউজ এবং অফিস চত্বরের নিরাপত্তা বাতিগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সভাপতি উপমহাব্যবস্থাপক মাহবুবর রহমান উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাজশাহী অফিস

ঋণ শ্রেণিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'Loan Classification, Provisioning and Rescheduling' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ২৯ নভেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাব্যবস্থাপক মোঃ বজলার রহমান মোল্যার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাঃ সফিক উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথি

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক আয়োজিত 'Financial Analysis for Bankers' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সটি ১-৫ নভেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংক হতে ৫৮ জন কর্মকর্তা এ কোর্সটিতে অংশগ্রহণ করেন। বিআইবিএমের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সোহেল মোস্তফার সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক) শেখ আব্দুল্লাহ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সদরঘাট অফিস

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ অফিস ভবনে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহাব্যবস্থাপক মোঃ ইউনুস আলী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. এম. এ. বাশার (বিভাগীয় প্রধান 'কার্ডিওলজি', ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল) প্রধান আলোচক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে হৃদরোগের লক্ষণ, কারণ এবং এ রোগকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার একপর্যায়ে ডা. এম. এ. বাশার হৃদরোগ বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রধান অতিথি মোঃ ইউনুস আলী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালু করার জন্য গভর্নরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। অ্যাসিস্টেন্ট চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. পাপড়ি কোহিনুর আমিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন উপব্যবস্থাপক মোঃ সাইরুল ইসলাম।

চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম স্কাউটের রৌপ্য ইলিশ পদক প্রাপ্তি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন সৈয়দ নাসির উদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কাউট গ্রুপের লিডার ও সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম জেলা রোভার স্কাউটস্রে সহকারী কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ নাসির উদ্দিন বাংলাদেশ স্কাউটস্রে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদক লাভ করেছেন। ১১ অক্টোবর ২০১৫ ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস্ জাতীয় কাউন্সিলের ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চিফ স্কাউট মোঃ আব্দুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই উপপরিচালক স্কাউট আন্দোলনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পদকে ভূষিত হন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৬ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সি মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম। সহকারী শিক্ষক রাজীব ভট্টাচার্য্যের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানশেষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন

ভূস্বর্গ থেকে ফিরে

মোঃ ফয়সাল খন্দকার

স্বপ্ন বিষয়ে একটা মজার ব্যাপার হলো, কিছু স্বপ্ন দেখার আগেই তা পূরণ হয়ে যায় এবং একটা সময় আবিষ্কৃত হয় যে অপূর্ণ থাকলে সেটাও একটা মনে রাখার মতো স্বপ্ন হতে পারতো ! হুট করে ভূস্বর্গ দেখে ফেলার বিষয়টা এখন আমার কাছে তেমনই একটা স্বপ্ন। পুনে'তে এনআইবিএমের ট্রেনিংয়ের পর প্রথমে আমরা গেলাম গোয়া। গভীর রাতে গোয়া থেকে দিল্লির ফ্লাইট। কিন্তু এয়ারপোর্টে এসে শুনলাম এই বিমান আমাদের দিল্লি নামিয়ে উড়ে যাবে কাশ্মীর। কাশ্মীর ! নামটা শুনেই সবার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমার চোখে যে ছবিটি ভেসে উঠল তা হ'ল, তুষারে পথ-ঘাট সব সাদা হয়ে আছে। দল বেঁধে অপ্সরারা হাতে ফলের ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে আপেল কিনছে। মৃত্যুর পরের স্বর্গ দেখব কি না তার নেই ঠিক। বেঁচে থাকতে মাত্র কয়েক হাজার রুপির জন্যে স্বর্গ দেখার এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। টিকেট করে ফেললাম কাশ্মীর পর্যন্ত ! দীর্ঘ প্রায় আট ঘণ্টা বিমানে ঝিমুতে ঝিমুতেই কানে এলো বিমানবালার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়, আমরা এখন কাশ্মীরের শ্রীনগর এয়ারপোর্টে নামব। সবাই সাবধান ! সুতরাং, সাবধান হয়েই প্লেনের জানালায় উঁকি মারলাম এবং সাথে সাথেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আহা ! কোথায় আছি আমরা ! কি রূপের পসরা সাজিয়ে বসেছে প্রকৃতি! নিজেকে 'আলিফ লায়লা'র আলিবাবার মতো মনে হচ্ছে। যেন মেঘের মধ্য দিয়ে কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছি। নিচে ছবির মতো এক স্বর্গীয় জগৎ !

পাক্কা এক ঘণ্টা পেটে পাথর বেঁধে এয়ারপোর্টের নানান লোকজনের সাথে বিশদ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমরা 'লালচোখ' যাব।

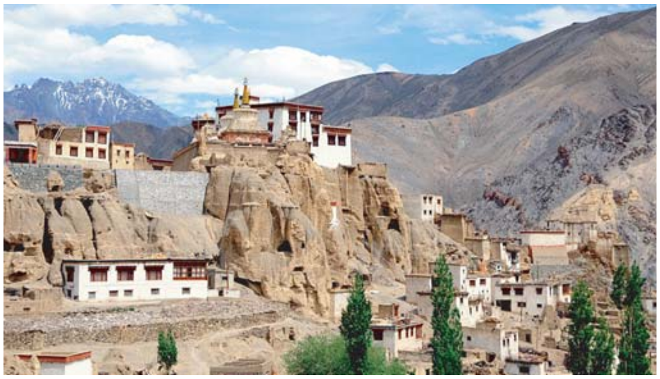

শৈল্পিক আঙ্গিকে নির্মিত ভূস্বর্গের বাড়িগুলো

গাড়ি ভাড়া করা হ'ল এবং ড্রাইভারকে দেখে আরেকবার চমকালাম। ২৮-৩০ বছর বয়স। ছয় ফুট লম্বা, হ্যাংলা গড়ন, টকটকে ফর্সা গায়ের রং, নীল জিন্সের শার্ট আর প্যান্টে ছেলেটিকে কি চমৎকার মানিয়েছে ! ড্রাইভার যদি দেখতে এমন হয় তাহলে তো এখানে সবাই সালমান খান ! ছেলেটার নামও কাকতালীয়ভাবে সালমান। শুরুর ধাক্কা দ্রুতই সামলে নিলাম। এটা বাংলাদেশ না যে মেয়ে কালো বলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। এটা ভূস্বর্গ। এখানে গরীব-ধনী সবাই দেখতে রাজপুত্তুর। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রোবোটিক চেহারার সেনাসদস্যরা টহল দিচ্ছে। রাস্তার পাশে ছোট ছোট একতলা দোতলা ঘরগুলো দেখে মনে হচ্ছে কোনো আর্ট গ্যালারি দেখতে দেখতে ছুটে যাচ্ছি। ঘরের ডিজাইনগুলো অতিমাত্রায় শৈল্পিক। সমতল কোনো বাড়ির ছাদ নেই। তুষার যাতে জমতে না পারে এজন্যই ছাদের দু'পাশ ঢালু করে রাখা। তবে যে দৃশ্য কল্পনা করে এখানে আসা তার চিহ্নমাত্র নেই। আবহাওয়া সম্পূর্ণ আমাদের দেশের মতো। শীত, বরফ বা তুষারের কোনো অস্তিত্ব নেই। আবেগে নাচতে নাচতে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া রাজনৈতিক অবস্থার কারণে ভয় তো আছেই। কখন না গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় ! আমাদের উদ্দেশ্য শুনে সালমান খুবই অবাক হলো। এই সিজনে নাকি কেউ কাশ্মীরে আসে না। তুষারপাত বা বরফ দেখতে চাইলে আসতে হবে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি। তবে শেষ পর্যন্ত যখন এসেই পড়েছি বরফ না দেখে যাব না। কোথায় বরফ কোথায় বরফ করতে সালমানের কাছেই কয়েকটা জায়গায় নাম শুনলাম। এখান থেকে বেশ দূরে পেহেলগাম, সানমার্গ আর গুলমার্গ এই তিন জায়গায় এই আগস্টেও (কপালে থাকলে) বরফ নাকি মিলতে পারে। আহা ! না হয় গেলাম আরো কষ্ট করে ! সালমানকে ভালোমানুষ পেয়ে ভাঙ্গা হিন্দিতে আমরা অনর্গল প্রশ্ন করে যাচ্ছি। 'লালচোখ'-এ সস্তায় ভালো হোটেল পাব তো ? ভাতের হোটেল আছে ? না হলে কিন্তু ওখানে যাব না। আচ্ছা, স্পটগুলোতে কিভাবে যাব ? যেতে আসতে কতক্ষণ লাগবে ? ভাড়া কত পড়বে ? হোটেল থেকে গাড়ি পাব তো ? রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ? ঝামেলা হবে না তো আবার? আচ্ছা, ভালো শাল কোথায় পাওয়া যায় ?... আমাদের হাবভাব আর প্রশ্নের ধরন দেখে বড় মাপের ট্যুরিস্ট ভাবাই স্বাভাবিক। তাই যথাসাধ্য উত্তরও সে দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন শুনল আমরা মাত্র দুই দিনে কাশ্মীর দেখতে এসেছি এমন চোখ-মুখ করে তাকালো ! পারলে ধমক দেয় আর কি ! মাত্র দুই দিনে কাশ্মীর দেখতে আসা মানে কাশ্মীরের সৌন্দর্যকে নিয়ে তামাশা করা। কমপক্ষে এক মাস সময় নিয়ে না আসলে কাশ্মীর দেখা অসম্ভব। আমরা যে কেমন ট্যুরিস্ট বোঝা হয়ে গেছে সালমানের। শুনে আমরা চুপ মেরে গেলাম। বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে সালমান বেচারা আমাদের লালচোখে নামিয়ে বাঁচল। নামার সাথে সাথেই দু'জন দালাল এসে হাজির। একজন হোটেল দেখাবে অন্যজন হাউসবোট দেখাবে। দেখার পরে নেয়া, না নেয়া আমাদের বিবেচনা। ঝটপট তিনটা টিম করা হলো। একটা টিম ব্যাগ পাহারায় রেখে দুই দালালের সাথে বাকি দুটো টিম পাঠানো হলো। আমার টিম পেলো হাউসবোট দেখার দায়িত্ব। জিনিসটা অবশ্য খুবই আগ্রহ নিয়ে দেখার মতো। বিশাল লেক। তার পাড়ে ভিড়ানো বজরার মতো বড় বড় নৌকা। ভিতরে ছোট ছোট ঘর। ড্রয়িং, ডাইনিং, বেড সব আলাদা। আবার বিদ্যুৎও আছে। অতিমাত্রায়

রোমাঞ্চকর এবং রোমান্টিক তো বটেই। কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে সব জলাঞ্জলি দিতে হ'ল। জয় হ'ল হোটেলের দালালেরই। থাকার ব্যবস্থা হতেই খাদ্যচিন্তায় কাহিল হয়ে গেলাম। সেই সকালে প্লেনে কি এক ছাতার ভেজ না ননভেজ মুখে পড়েছে আর এখন বিকাল। সবাই ছুটলাম সর্বোচ্চ ১০০ রুপি বাজেটে ভাতের সন্ধানে ! অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত ভাত আর খাসির মাংসের বলের নামে যা খেলাম দেশে তা মাগনা পেলেও কেউ খেতো না ! রাতে ঐ দালালের মাধ্যমে গাড়ি ঠিক করে রেখেছিলাম। পরদিন ভোর ছয়টার দিকেই আমরা সানমার্গের পথে যাত্রা শুরু করলাম। সেখানে নাকি অফ সিজনেও বরফের দেখা মেলে। দালাল ব্যাটা এমন ভাবসাব নিচ্ছিলো যে পুরো কাশ্মীর তারই এলাকা। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলে, 'আরামসে আরামসে'। ব্যাটাকে তাই শেষ পর্যন্ত গাইড হিসেবে সাথে নিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম লোকটা আসলে ধান্দাবাজ। সস্তা হোটেলে নাস্তা খাওয়ানোর নাম করে এমন এক 'পাঞ্জাবি ধাবা'য় গাড়ি থামালো যেখানে একটা পরোটাই ৫০ রুপি ! সন্দেহ হলো, হোটেলের সাথে দালাল ব্যাটার যোগসাজস আছে। মেজাজ গরম করে অর্ধপেটে খেয়েই আবার গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ভয় হচ্ছে। এত কাহিনী করে যার জন্য আসা সেই বরফ সত্যিই আছে তো ! উদাস চোখে গাড়ির জানালায় চোখ রাখতেই ভয়ের বদলে অপার্থিব আনন্দ গ্রাস করল। রাস্তার দুইপাশে স্বচ্ছ পানির পাথুরে হ্রদ।হ্রদের অপর পাড়ে বিশাল সবুজ একেকটা পাহাড়। পাহাড়ের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এখানে ওখানে ছোট ছোট ঘরের মাথা উঁকি মারছে। চূড়া থেকে গড়িয়ে নামা ঝর্ণার পানি রাস্তার পাশের হ্রদে গিয়ে মিলছে। কিছুদূর পর পর হ্রদের উপরে ছোট ছোট কাঠের পুল। আহা ! এই যদি হয় রোডসাইড ভিউ তাহলে সানমার্গে না জানি কি আছে ! অফ সিজনে আসার কষ্ট আর নাস্তার কষ্ট সব এক নিমেষেই ভুলে গেলাম। আর কিছু না দেখলেও কাশ্মীর আসা সার্থক। এখন যা দেখব বোনাস। সানমার্গে পৌঁছলাম একটার দিকে। সেখানে আবার আরেক নাটক। বরফ ওখান থেকেও আরো দূরে। কিন্তু আমাদের গাড়ি নিয়ে আর সামনে যাওয়া যাবে না। ওখানকার লোকাল ড্রাইভারদের সিন্ডিকেট থেকে আরেকটা গাড়ি নিতে হবে। আমরা গাইড ব্যাটার দিকে তাকালাম। ব্যাটা আগে কিছুই জানায়নি। এখন কাঁচুমাঁচু করছে। এতদূর এসে এখন সাত হাজার রুপির জন্য ফিরেও যাওয়া সম্ভব না। বহুত মুলামুলি আর ঝামেলা করে শেষ পর্যন্ত ৪০০০ রুপিতে গাড়ি নিতে পারলাম। গাড়ির সাথে আবার গামবুট আর জ্যাকেট। আবেগে পরে ফেলার পরেই বুঝলাম এই জিনিস কেনার পর কখনোই ধোয়া হয়নি। বোটকা গন্ধে বমি আসার জোগাড়। সাথে সাথে খুলে ফেলতে বাধ্য হলাম। শুরু হলো আসল অ্যাডভেঞ্চার। পাহাড়ের একপাশ কেটে বানানো ভয়ঙ্কর সরু রাস্তা। অন্যপাশ খালি। লোকালয় থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠছি। কিছুক্ষণ পরপর আবার বাঁক। ওপাশ থেকে গাড়ি এলে আমাদের গাড়ি সাইডে দাঁড় করিয়ে রেখে কোনোমতে জায়গা দিতে হচ্ছে। নিচে তাকালে গা শিউরে ওঠে। ড্রাইভার অবশ্য নির্বিকার। গাড়ির সিট আঁকড়ে কোনোমতে দেড় ঘণ্টা পার করলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখেছি তাতে মানবজনম সার্থক বলে ঘোষণা করা যায়। অবশেষে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১১,৬৪৯ ফুট উপরে বরফাচ্ছন্ন সেই পাহাড়ের দেখা পেলাম। পথের উপর সাইনবোর্ডে লেখা 'ওয়েলকাম টু লাদাখ, কারগিল ৯৬ কি.মি., লেহ্ ৩২৬ কি.মি.।' বরফের পাহাড়ে বেশ কিছুদূর ওঠার পরেই আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হ'ল। সেই সাথে বমি। বাকিরা আরো উপরে উঠে গেল। কিন্তু আমি আর উঠতেও পারছি না, নামতেও ভয় পাচ্ছি। যদি বরফের উপর জুতা পিছলে যায় নিশ্চিত মৃত্যু ! ভয়াবহ সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো স্কেটিং গাড়ি। ঐ অবস্থাতেও দরদাম করে মাত্র ৫০ রুপিতে লোকাল স্কেটিং গাড়িতে করে আমাকে নামিয়ে দেয়া হলো। অন্যরা বরফের চূড়ায় উঠে মেঘের সাথে মিলেমিশে একাকার। শেষ পর্যন্ত হোটেলে ফিরতে পারলাম রাত দশটার দিকে। এর মধ্যে ঐ গাইড ব্যাটার নিয়ে যাওয়া দোকান থেকে কাশ্মীরি শাল কিনেছি। পরে দেখলাম আমাদের হোটেলের সাথেই শালের বড় দোকান। দামও আগের দোকানের চেয়ে সস্তা। বুঝলাম ব্যাটা হোটেল মালিক, গাড়ির ড্রাইভার, শালের দোকান সব জায়গা থেকেই কমিশন খেয়েছে। আবার আমাদের কাছ থেকেও খসিয়েছে চারশ' রুপি। পরদিন সবাই গেল মোঘল গার্ডেন, ডাললেক, আপেল বাগান আর দরগা দেখতে। আমি এতই ক্লান্ত ছিলাম যে ওদের সাথে না গিয়ে ঘুম দিলাম। কিন্তু বিকালে ওঠার পর আবার খুব একা লাগছিল। অগত্যা একা একাই পাসপোর্ট পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পরলাম। লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে দরগা যাওয়ার বাসে উঠে পড়লাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কাশ্মীরি এক তরুণী এসে পাশে বসল। যেহেতু হিন্দি বলতে পারি তাই কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া করলাম না। কথাবার্তার এক পর্যায়ে এতটাই ফ্রি হলো যে, জার্নির বাকি সময়টা কেটে গেল তাঁর প্রেমের গল্প শুনতে শুনতে। দরগার প্রধান আকর্ষণ রাসূল (সঃ) এর কেশ মোবারক অবশ্য দেখতে পারলাম না। বিশেষ কোনো কোনো দিন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। হোটেলে ফিরতে গিয়ে গেলাম হারিয়ে। তবে কপাল ভালো ছিল। হোটেলের পাশের সেই শালের দোকানের কার্ড দেখানোতে শেষমেশ একটা ছেলে দোকানে দিয়ে গেল। সেও আরেক অ্যাডভেঞ্চার। পরদিন ভোরে 'জম্মু' যাওয়ার বাসে উঠলাম। এত চমৎকার কোনো পথ হতে পারে ! পুরো রাস্তাই পাহাড়ের উপর দিয়ে। কখনো ঝর্ণা, কখনো আপেল বা নাশপাতির বাগান পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সবচে' অলৌকিক লাগে যখন মেঘ এসে বাসের মধ্যে ঢোকে ! মেঘের কারণে রাস্তা দেখা যায় না, গাড়ি আস্তে চলতে বাধ্য হয় ! টানা প্রায় বারো ঘন্টার ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যায় আমরা জম্মু রেল স্টেশনের কাছে নামলাম। আগেই এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে টিকেট করা ছিল। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ট্রেন ছাড়ল জম্মু থেকে দিল্লির উদ্দেশে। সারারাত ট্রেনের উপরের স্লিপারে কোনোমতে গা এলিয়ে পরদিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি সবাই তৈরি হচ্ছে। ট্রেন দিল্লি স্টেশনে চলে এসেছে। তাড়াহুড়ো করে চোখ ডলতে ডলতে পা রাখলাম দিল্লির মাটিতে। আশেপাশে তাকিয়ে মনে হ'ল গত দু'দিন যা ঘটেছে তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিচ্ছু না। হে জীবনানন্দ, আমায় ক্ষমা করুন। বাংলার মুখ দেখিলেও কোনো এক শীতে কাশ্মীরের আসল রূপ আমাকে যে খুঁজিতে যাইতেই হইবে !

[পুনশ্চঃ আমার ২০১৪ ব্যাচের এহ্সান ভাই, রিজওয়ান ভাই, যুবায়ের ভাই, আনিস, বিপ্লব আর রাকিব ভাই'র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। যাদের ছাড়া এই অদেখা স্বপ্ন সত্যি হতো না।]

■ *লেখক: এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.*

স্কুল ব্যাংকিং ও কিছু ভাবনা

ড. শামীম আরা

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক সময়ে গ্রহণ করা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বা অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি। দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য যুগোপযোগী নানা কার্যক্রমের মধ্যে এটি একটি। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের নভেম্বর মাস থেকে স্কুল ব্যাংকিংয়ের সূচনা করে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন সংযোজন এটি। আমাদের দেশের জনসংখ্যার যে জীবনচক্র তা পিরামিডের মতো এবং জনসংখ্যার অধিকাংশই তরুণ প্রজন্ম। এই প্রজন্মকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন বিপ্লব আনা সম্ভব হবে- এ ধারণাকে সামনে রেখেই মূলত স্কুল ব্যাংকিংয়ের ভাবনার সূত্রপাত। এর আগে যদিও ১৯৬০ এর দশকে (সূত্র ঃ A new era of school banking, 11) কিছু ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং চালু করেছিল তবে তা শুরুতেই বন্ধ হয়ে যায়। তারও কয়েক দশক পর ২০০৩ সালে এবি ব্যাংক লিঃ আবার স্কুল ব্যাংকিং চালু করলে পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়। জনসংখ্যার আধিক্য এবং প্রযুক্তির আধুনিকায়ন মাথায় রেখে এ ধরনের চিন্তা আমাদের দেশের জন্য নিঃসন্দেহে এক যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পাঁচ থেকে সতেরো বছর বয়সী (বিদ্যালয়গামী) ছেলেমেয়েদের জন্য সঞ্চয়ী হিসাব খোলার মাধ্যমে এই স্কুল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ন্যূনতম ১০০ (একশত) টাকায় এই হিসাব খোলা যায়। ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ প্রথম স্কুল ব্যাংকিংয়ের অপারেশনে যায়। পরে এর যাত্রা ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং চালু হবার পর পর্যায়ক্রমে বেড়ে ডিসেম্বর ২০১৪তে ৫৬টি ব্যাংকের মধ্যে ৪৯ ব্যাংকের মোট ব্যাংক আমানত স্থিতি ৭১৭.৪৯ কোটি টাকা এবং অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৮৫০৩০৩। এর মধ্যে আবার গ্রাম অঞ্চলের অ্যাকাউন্ট সংখ্যা হলো ৩০৭৭৬৪ এবং শহরে ৫৪২৫৩৯। এখানে শহর ও গ্রামের অনুপাত ১ঃ৭৬। সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম ব্যাংকিং মেলায় এক্সিম ব্যাংক লিঃ স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রসার ও প্রচারের জন্য শ্রেষ্ঠ স্কুল ব্যাংকিং পুরস্কার পেয়েছে। তাছাড়া ব্যাংকগুলো এ বিষয়ে প্রচারণামূলক অনেক অনুষ্ঠানও করে যাচ্ছে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। তাই স্কুল ব্যাংকিং এখন এক সময়োপযোগী বাস্তবমুখী উদ্যোগ।

এন. স্মাইলি তাঁর 'Freedom from Want: The Remarkable Success Story of BRAC' এ বলেছেন উন্নয়ন শুধুমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তন নয় এটার বিস্তৃতি মানুষের মননশীলতায়ও থাকা দরকার। তিনি আরো বলেছেন, সেটাই প্রকৃত উন্নয়ন হবে, যা মানুষের অভ্যাসগত পরিবর্তন আনে এবং সম্পদকে অর্থে রূপান্তরিত করে, যা জাতিকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়। স্কুল ব্যাংকিং তেমনই এক উন্নয়নের কথা বলে। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ামকের মধ্যে এটি একটি নিয়ামক যা কিনা একটি দেশের মানুষদের আয়ের সমতার

পাশাপাশি অর্থের লেনদেনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এটাকেও একটি জীবন দর্শন তত্ত্বের ইতিবাচক দিক বলে তিনি মনে করেন।

জন্মের পর থেকে যখন একটি শিশু বড় হতে থাকে তখন তার ভিতর সব ধরনের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিকশিত হতে থাকে। কবির ভাষায় -ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। শিশুদের চারপাশের পরিবেশ তাদের চিন্তাচেতনায় নাড়া দেয়, তাই শৈশব থেকেই শিশুদের সঠিক পথটি চিনিয়ে দেয়া উচিত। অর্থ (টাকা) যে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। দেখা যায় মানুষ সঞ্চয়ের প্রবণতা সেই শিশু বয়স থেকেই লালন করে থাকে। তারা তাদের উপহারের টাকা, টিফিনের টাকা মাটির ব্যাংকে জমা করতে পছন্দ করে। স্কুল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জীবনের শুরু থেকেই সঞ্চয়ের ভাবনা এবং সঞ্চয়কৃত টাকা ভবিষ্যতে বিনিয়োগযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক গতিকে শুধু এগিয়ে নেওয়ার একটি ব্যবস্থাই নয়, এই ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে মানুষের মননশীলতায়ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

স্কুল জীবন থেকেই যদি সেই লক্ষ্যে কাজ করা যায়, তবে তাদের একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি ব্যাংকিং ধারা বোঝার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ সহজ হবে, এমনকি তারা তাদের লালিত স্বপ্নও পূরণ করতে পারবে

সঞ্চয় উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। এই সঞ্চয়ের অভ্যাস যদি মানুষের ভিতর কৈশোর থেকেই শুরু হয়, তবে পূর্ণবয়সে এই সঞ্চয় একটি মূলধনে পরিণত হবে। আর তখন যেকোনো ব্যবসা, জীবনের সুপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে এবং জীবনে সে তার ইচ্ছামতো পরিকল্পনামাফিক ভালো লাগার দিকে জ্ঞানলব্ধ মেধাকে খাটাতে পারবে। এতে দেশ এগিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে সারা দেশে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো মৌলিক চাহিদার জন্য আয় করার পাশাপাশি জীবনের অন্যান্য চাহিদার দিকে মনোনিবেশ করা। স্কুল জীবন থেকেই যদি সেই লক্ষ্যে কাজ করা যায়, তবে তাদের একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি ব্যাংকিং ধারা বোঝার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ সহজ হবে, এমনকি তারা তাদের লালিত স্বপ্নও পূরণ করতে পারবে। তাই শিশু বয়স থেকে এমন সঞ্চয় করতে পারলে পরবর্তী সময়ে তার অর্থের এবং মানসিক ভিত নিঃসন্দেহে মজবুত হবে। আর তা তার নিজের পরিবারের তথা গোটা জাতির উন্নয়নে এক বিপ্লব ঘটাবে।

নিম্নে ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং তথ্যের একটি সারণী দেওয়া হলোঃ

ডিসেম্বর ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত গ্রুপ ব্যাংকসমূহের স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় স্থিতি ও খোলা হিসাবের তথ্য *কোটি টাকায়*

ব্যাংকসমূহ	সরকারি ব্যাংক		বিশেষায়িত ব্যাংক		বেসরকারি ব্যাংক		বিদেশি ব্যাংক		মোট	
	স্থিতি	অ্যাকাউন্ট	স্থিতি	অ্যাকাউন্ট	স্থিতি	অ্যাকাউন্ট	স্থিতি	অ্যাকাউন্ট	স্থিতি	অ্যাকাউন্ট
২০১১	১.১৬	৩৫৪	০.১৭	৬৩৭	২৯.০৪	২৭৮৩০	০.৪২	২৫৯	৩০.৭৯	২৯০৮০
২০১২	০.১৯	১৯৬১	০.৩১	১৭৮১	৯৪.৯৩	১২৮৪২১	১.০৮	৩৭৪	৯৬.৫১	১৩২৫৩৭
২০১৩	২.৯২	২৭১৫৬	৩.০১	৩২৯৮৩	২৯৬.৯৩	২৩৫১৬৮	২.৯৩	৪৯৫	৩০৫.৭৯	২৯৫৮০২
২০১৪	১৭৪.৯৭	১৬৬৮৯৫	১১.৬৫	১৩০৭৯৯	৫২৮.৯৮	৫৫১৩৪০	১.৮৯	১২৬৯	৭১৭.৪৯	৮৫০৩০৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

উক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে স্কুল ব্যাংকিংয়ের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি লক্ষণীয়। তাই স্কুল ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা এবং এর গুরুত্ব এখন অনস্বীকার্য। আমাদের দেশটি অনেক ছোট এবং এর জনসংখ্যা সেই তুলনায় অনেক বেশি। আর এই জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করা ছাড়া সামনে কোনো পথ খোলা নেই। উন্নয়নের ধারায় বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে জনসংখ্যা একটি অন্যতম নিয়ামক। এই সম্পদ কাজে লাগানোর অন্যতম একটি সুকৌশল পন্থা হলো স্কুল ব্যাংকিং। তাই ২০১০ সাল থেকে এর যাত্রা শুরু হলেও এর দ্রুত প্রসারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যদি এ ব্যাপারে মনোযোগী হয় তবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক গতিধারায় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। এটা বেশ আশার কথা যে কৈশোর থেকেই শিক্ষার সাথে সাথে তারা তাদের জীবন গড়ার কথা ভাবতে পারবে। উচ্চশিক্ষা, বিয়ে, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যয় তারা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে নির্বাহ করতে পারবে সহজেই। একই সাথে এ দেশের অগ্রজদের ভাবনার সাথে যোগ দিয়ে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এটাই হতে পারে আমাদের নতুন প্রজন্মের ব্যাংকিং মশাল। এ দেশের কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের একটি কোহর্ড (একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত) তাদের অলস সময় বিভিন্নভাবে (ইন্টারনেট, মোবাইল, নেশা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) কাটিয়ে নিজেদের প্রোডাক্টিভিটিকে নষ্ট করে। স্কুল ব্যাংকিং সেখান থেকেও আমাদের যুব সমাজকে বিরত রাখতে পারবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের উৎসাহিত করতে হবে, সঠিক রাস্তা দেখাতে হবে। অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণত শুধু অভিভাবকরাই পরিবারের মূল অর্থের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। যদি ছেলেমেয়েদের এটার গুরুত্ব বুঝানো যায়, তবে দেখা যাবে তারাও অর্থ উপার্জনের তাগাদা অনুভব করবে। তখন এটার ভালো দিকগুলো সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে যাবে, যার প্রভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক হবে।

ব্যাংকসমূহ স্কুল ব্যাংকিংয়ের দ্বারা যে প্লাস্টিক কার্ড চালু করেছে তাতে দেখা যায় এটিএম বুথের মাধ্যমে ১০-১২% উত্তোলন (২০১৪) হয়েছে। এখন ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন টেকনিক্যাল শব্দের সাথে পরিচিতি লাভ করছে। একই সাথে ভবিষ্যতে সফল কাস্টমার হওয়ার স্বপ্নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটা আশার কথা। বাংলাদেশ সম্ভাবনার দেশ। এ দেশের জনসংখ্যাকে কাজে লাগালে এটাও আমাদের এখন সম্পদ হয়ে উঠবে। তবে স্কুল ব্যাংকিংয়ের বর্তমান পলিসিতে এখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের মাধ্যমে সব লেনদেন হয়ে থাকে। খুব কমই সুযোগ থাকে তাদের ব্যাংকিংয়ের লেনদেনের ক্ষেত্রে জড়িত হওয়ার। যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের মানসিক বিকাশের অন্তর্ভুক্তিকরণ (অর্থনৈতিক) ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে তেমনভাবে বিকশিত হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ বিষয়ে ভাবতে হবে, সরাসরি কোনো পলিসি করা যায় কিনা তাও চিন্তা করতে হবে। তবেই এ দেশে পরিপূর্ণভাবে এই নতুন ভাবনার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাছাড়া এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা সারা দেশে এর বিস্তার ঘটাতে হবে। অভিভাবকসহ দেশের স্কুল কর্তৃপক্ষকেও এগিয়ে আসতে হবে, জানাতে হবে কীভাবে জীবনের শুরু থেকেই অর্থনৈতিক মুক্তির কথা ভাবনায় এনে প্রকৃত শুদ্ধাচারে পরিবার তথা দেশকে সুন্দর করে তোলা যায়।

■ *লেখক : যুগ্মপরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.*

খুলনা অফিস

বঙ্গবন্ধুর মাজারে নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের দায়িত্বগ্রহণকারী নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত এবং বঙ্গবন্ধু, তাঁর শহীদ পরিবারবর্গ ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ করেন। তিনি সেখানে ফুলেল শ্রদ্ধাও নিবেদন করেন। পরে নির্বাহী পরিচালক মাজার কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন এবং শোকবইতে স্বাক্ষর করেন। এসময় খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা ইউনিটের আহ্বায়ক খন্দকার মিজানুর রহমান ও সদস্য সচিব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত করেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ২০-২২ ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক এসবিএস ১, ২ ও ৩ নির্ভুলভাবে রিপোর্টিং করাসহ এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ সিস্টেমে রিপোর্টিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এছাড়া কোর্সে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজনীয়তাসহ আর্থিক বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে একটি সেশন পরিচালনা করেন বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক) শেখ আজিজুল হক। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বিবিটিএর উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রুহুল আমিন, পরিসংখ্যান বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নবদীপ চন্দ্র বিশ্বাস ও মোঃ আমিন উল্লাহ্।

অতিথিবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সভায় বিবিটিএ ও প্রধান কার্যালয় থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম এবং বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের স্থানীয় নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে খুলনা অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকের মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে।

আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ১৭-১৯ জানুয়ারি ২০১৬ Guidelines on ICT Security for Banks and NBFIs শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে আইসিটি সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, আইসিটি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, অলটারনেটিভ ডেলিভারি চ্যানেল, এক্সেস কন্ট্রোল অব ইনফরমেশন সিস্টেম প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হয়।

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন প্রধান কার্যালয়ের আইটিওসিডির সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মোঃ ইসহাক মিয়া ও সিস্টেম অ্যানালিস্ট জয়ন্ত কুমার ভৌমিক। কোর্সের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ সাইফুল আলম এবং কোর্স ডিরেক্টর ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল আলম। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী সভায় বিবিটিএ ও প্রধান কার্যালয় থেকে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ রবিউল ইসলাম ও বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাপনী দিনে খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে

প্রধান অতিথির সাথে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। উদ্বোধনী ও সমাপনী দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোর্স ডিরেক্টর, বিবিটিএর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল আলম। প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ নীতিমালার আওতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অ্যাকশন ইন ডেভেলপমেন্ট (এইড) এর সাথে এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে ন্যাশনাল ক্রেডিট অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড, যশোর শাখার উদ্যোগে যশোর শহরের পালবাড়ী মোড়ে অবস্থিত এইড কার্যালয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে কৃষকদের মাঝে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোরের জেলা প্রশাসক ড. মোঃ হুমায়ন কবীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম ও এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক (এসএভিপি) মোঃ ফজলে মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এইডের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী তরিকুল ইসলাম পলাশ। অনুষ্ঠানে যশোরের প্রায় ৫৩ জন কৃষকের মাঝে ১৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

আইএমএফে ভোট দেয়ার ক্ষমতা বাড়ল চার দেশের

অবশেষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ সংস্কারের পক্ষে ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো শর্ত দিয়ে আসছিল। এ সংস্কারের ফলে আইএমএফে ভোট দেয়ার ক্ষমতা বাড়ল চার উন্নয়নশীল দেশ ভারত, চীন, ব্রাজিল ও রাশিয়ার। এক বিবৃতিতে আইএমএফ জানিয়েছে, দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে। ভোট দেয়ার ক্ষমতা বাড়ছে ছয় শতাংশেরও বেশি। প্রথম দশে জায়গা পাচ্ছে ভারত, চীন, ব্রাজিল এবং রাশিয়া। এই প্রথমবারের মতো একসাথে এতগুলো উন্নয়নশীল দেশ প্রথম দশে স্থান করে নিল। আইএমএফ কর্ণধার ক্রিস্টিনা ল্যাগার্দের মতে, এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত হবে।

এই ভোট দেয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর পেছনে যুক্তি ছিল বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার সঙ্গে সমন্বয় রেখে আইএমএফে তাদের গুরুত্ব ও প্রতিনিধিত্ব বাড়া উচিত। এ যুক্তি মেনে গত ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বর উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছিল আইএমএফের পরিচালন পর্ষদ। কিন্তু তারপরেও তা নিয়ে চলছিল বিভিন্ন মতভেদ। অবশেষে সকল মতভেদ অতিক্রম করে সম্পন্ন হলো এই কাঙ্ক্ষিত সংস্কার।

জাপানে ব্যাংকে টাকা রাখলে সুদ দিতে হবে

জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এখন থেকে টাকা রাখলে সুদ তো পাওয়াই যাবে না, বরং সুদ দিতে হবে। বাজারে তারল্য ধরে রাখতে এই নেতিবাচক সুদহার চালু করা হয়েছে। ব্যাংক অব জাপান (বিওজে) জানিয়েছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর চলতি হিসাবে সুদহার কমিয়ে মাইনাস শূন্য দশমিক এক শতাংশ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এ সুদহার আরো কমানো হবে বলেও ব্যাংক অব জাপান জানিয়েছে। এর আগে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র কয়েকবার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

জ্বালানি তেলের অব্যাহত দরপতনে জাপানে বিনিয়োগে মন্দা ছিল। এ মন্দা কাটাতেই সুদের হার কমিয়ে নেতিবাচক করেছে জাপান। এর ফলে এখন জাপানের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা অর্থের জন্য সুদ তো পাওয়া যাবেই না, উল্টো দশমিক এক শতাংশ কেটে রাখা হবে।

তবে এই সুদের হার শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ব্যক্তি শ্রেণির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সুদের হার ঋণাত্মক পর্যায়ে নেয়ার নজির ইউরোপে আগে দেখা গেলেও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপানে এবারই প্রথম ঘটল। অর্থনীতির গতি এক জায়গায় আটকে থাকার মধ্যে ব্যাংকগুলোকে টাকা না জমিয়ে বিনিয়োগে বাধ্য করার লক্ষ্যে জাপান এ পদক্ষেপ নিয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। বিশ্বমন্দার প্রভাব এড়াতে শিনজো আবে নেতৃত্বাধীন জাপানের বর্তমান সরকার গত কয়েক বছর ধরেই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিনিয়োগ এবং ভোক্তাদের ব্যয় বাড়াতে জাপান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তবে ব্যাংক অব জাপান এক বিবৃতিতে বলেছে, ঋণের হার নেতিবাচক পর্যায়ে নেয়ার সিদ্ধান্তটি জাপানের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কারণে নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির চলমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেয়া হয়েছে। জাপানের অর্থনীতি ধীরে ধীরে মন্দা থেকে উঠে আসছে। সম্প্রতি জ্বালানি তেলের অব্যাহত দরপতনে বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে।

ব্যাংক অব জাপান

'বিটকয়েন' চালু করার পরিকল্পনা চীনের

যত দ্রুত সম্ভব ডিজিটাল মুদ্রা 'বিটকয়েন' চালু করার পরিকল্পনা করছে চীন। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এ নিয়ে ২০১৪ সাল থেকে তারা গবেষণা করছে। এটি বাস্তবায়ন হলে তা কেমন হবে সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ তথ্য তুলে ধরে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। তবে কবে নাগাদ এই মুদ্রা বাস্তবরূপ পেতে পারে বা ইউয়ানের সঙ্গে কীভাবে কাজ করবে তা বিবৃতিতে বলা হয়নি। অবশ্য বিবৃতিতে বলা হয়, ডিজিটাল মুদ্রা চালু হলে ইউয়ানের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বাড়বে।

পিপলস ব্যাংক অব চায়নার বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ডিজিটাল মুদ্রা ইস্যু করার ফলে বর্তমানে যে কাগুজে মুদ্রা প্রচলিত আছে তার খরচ কমবে। এর ফলে লেনদেনে স্বচ্ছতা ও সুবিধা বৃদ্ধি পাবে; মানি লন্ডারিং, কর ফাঁকি ও মুদ্রাসহ বিষয়ে অন্যান্য অসৎ কার্যক্রম কমে আসবে।

ভার্চুয়াল মুদ্রা বিটকয়েন

স্বাধীন গ্রাহক থেকে গ্রাহকের মধ্যে অনলাইন লেনদেনের ডিজিটাল মাধ্যম হচ্ছে বিটকয়েন। ওপেন সোর্স ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রটোকলের মাধ্যমে লেনদেন হওয়া সাংকেতিক মুদ্রার নাম এটি। এ ভার্চুয়াল মুদ্রা লেনদেনের জন্য কোনো ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না। গেল কয়েক বছরে বিটকয়েনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় ডিজিটাল মুদ্রার কথা আলোচনায় এসেছে।

২০০৮ সালে বিটকয়েন উদ্ভাবন করেন কম্পিউটার বিজ্ঞানী সাতোশি নাকামোতো। এটি তার ছদ্মনাম। বিটকয়েন ব্যবহার করে অনলাইনে খুব সহজে কেনা-বেচা করা যায় বলে এ মুদ্রা ব্যবস্থাকে পিয়ার-টু-পিয়ার লেনদেন বা স্বাধীন গ্রাহক থেকে গ্রাহকের মধ্যে অনলাইন লেনদেন নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বিটকয়েনের লেনদেনটি বিটকয়েন মাইনার নামে একটি সার্ভার কর্তৃক সুরক্ষিত থাকে। পিয়ার-টু-পিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুক্ত থাকা একাধিক কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের মধ্যে বিটকয়েন লেনদেন হলে এর কেন্দ্রীয় সার্ভার ব্যবহারকারীর হিসাব হালনাগাদ করে দেয়।

গত বছর ইকুয়েডর প্রথম দেশ হিসেবে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করা শুরু করেছে। একই বছরের মে মাসে নাসডাক পুঁজিবাজারও বিটকয়েন লেনদেন প্রযুক্তির আওতায় এসেছে। পুঁজিবাজারে অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শ্লথগতির মধ্যে ইউয়ানের মান পতনের কারণে বিনিয়োগকারীদের অনেকেই বাজার থেকে অর্থ তুলে নিচ্ছে।

■ *গ্রন্থনা ঃ মোহম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

বিজয় বিহঙ্গ

মোঃ নাজমুল হুদা

বিজয়বার্তা বয়ে মুক্তআকাশ ছুঁয়ে সেই পাখিটা আসবে কবে
তারা ঘরে ফিরবে তবে,
স্বাধীনতার ডাক শুনে, ঘর ছেড়েছে স'বে
বিজয় ওদের হবে, ঘরে ফিরবে তবে।
কান্নাভেজা মায়ের চোখ, দৃষ্টিহীন অপলক
কষ্টচাপা বুক ভরা শোক
চোখের সামনে শত লোক
কোথায় তারে পাবে।
ঘর ছেড়েছে স'বে
বিজয় ওদের হবে, ঘরে ফিরবে তবে।
প্রিয়তমার পরশ নিয়ে পর করেছে আপন ঘর
যারা রাঙাবধূর মধুর আবেগ বয়ে বেড়ায় নিরন্তর
অস্ত্র এখন তাদের হাতে
নোয়াবে না অশ্রুপাতে
এগিয়ে ওরা যাবে। ঘর ছেড়েছে স'বে
বিজয় ওদের হবে, ঘরে ফিরবে তবে।
স্মৃতিমাখা সেই আঙিনা ফেলে তারা
    স্বাধীনতার ডাকে দিল সাড়া
    বিবেকের দুয়ারে দিল যাদের নাড়া
    বিজয়ের ফুল ফোটাতে হবে
ঘর ছেড়েছে স'বে
বিজয় ওদের হবে, ঘরে ফিরবে তবে।
বিজয়বিহঙ্গ ফিরবে বাংলার মুক্ত আকাশে
স্বপ্ন আঁকা পতাকা উড়বে শুদ্ধ বাতাসে
তাই জীবনটাকে রাখলো বাজি
যারা প্রাণ দিতেও ছিল রাজি
বিনিময়ে স্বাধীনতা পাবে, ঘর ছেড়েছে স'বে
বিজয় ওদের হবে, ঘরে ফিরবে তবে।

কবি পরিচিতি: ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.

অস্তিত্বের ঠিকানা

এন এ এম সারওয়ারে আখতার

জন্মের পূর্ব কথন
আজও রেসকোর্স প্রান্তরে, পূর্ব পুরুষের বাঁধভাঙা উল্লাস শুনি
এ বেলায়, সে বেলার বিমূর্ত কাহিনী।
বিজয়ের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে, সেখানে পৌঁছে দেখেছি-
গরিমায় প্রজ্জলিত অনির্বাণ শিখা
কাঙ্গালের মুখে প্রশান্ত হাসির রেখা।
কত শত বেহুলার আত্মদহনে
লাশ কাঁধে,
ক্লান্ত পিতার শ্রান্ত বদনে
মায়ের নির্বাক প্রতীক্ষায়
শুনেছি অবলীলায়, সুপ্ত স্বপ্নের পিছু ডাক।
ফিরে তাকাতেই দেখেছি
ঊষার দীপ্তিতে আজ এই নতুন শতকেও
একাত্তর তার জৌলুস মুড়ে, আমায় দিয়েছে খুঁজে আজন্ম ঠিকানা
মাটি আর মানুষের কাতারে......

কবি পরিচিতি: ডিডি, খুলনা অফিস

স্বাধীনতার স্বপ্ন

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

স্বাধীনতার তেজোদ্দীপ্ত বলে,
বিজয় হাসি তুমিই এনেছিলে...

কয়েকটা দিন স্বপ্ন প্রদীপ জ্বেলে,
কেন তুমি মোদের ছেড়ে গেলে ?

করবোটা কী যাওনি কেন বলে,
এভাবে কি শান্তি তুমি পেলে ?

হৃদয়েরই মণিকোঠায় ছিলে,
চলে গিয়ে হৃদয় ভেঙ্গে দিলে।

আজ যারা ফের দেশটা নিয়ে খেলে,
তাদের যেন শান্তি নাহি মিলে।

আমরা তোমায় যাইনি আজও ভুলে,
আবার যেন তোমার দেখা মিলে...

তোমার মতো নেতা আবার পেলে,
দেশটা যেত ভরে ফুলে ফলে...

লাখো সালাম দিলাম তোমায়, নিলে ?
শান্তি হতো মোদের মাঝে মুজিব তোমায় পেলে...

কবি পরিচিতি: এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা   সুবলকুমার বণিক

দোষে কোন দোষ নেই

দোষে কোন দোষ নেই
দোষণীয় দুষ্ট
এই কথা মানলেই
পণ্ডিত তুষ্ট।
যদি লেখো দূষণীয়
হবে দোষমুক্ত
তোমাকে তো করবে না
কেউ অভিযুক্ত

['একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দোষণীয়।' উক্ত বাক্যে 'দোষণীয়' শব্দটি ভুল। 'দোষ' শুদ্ধ, কিন্তু 'দোষণীয়' অশুদ্ধ শব্দ 'দূষণীয়'। দোষ অর্থ প্রকাশক নিচের শব্দগুলোও দ-এ দীর্ঘ ঊ-কার দিয়ে লিখতে হবে। দূষণ, দূষক, দূষ্য, দূষিত। দ-এ ও -কার দিয়ে যেগুলো লিখতে হবে সেগুলো হচ্ছে : দোষী, দোষাবহ, দোষারোপ, দোষৈকদর্শী (যে কেবল অপরের দোষই দেখে)। শুধু একটি শব্দই লিখতে হয় দ-এ হ্রস্ব উই-কার দিয়ে, সেটি হল : দুষ্ট।]

প্রতিদ্বন্দ্বী

অচিন্ত্য দাস

বন্যা এবং অনিশবাবু দু'জনকেই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অনন্য অস্থির হয়ে হাসপাতালের করিডোরে পায়চারি করছে। অপারেশন থিয়েটারটা ইমার্জেন্সির পাশেই। সেখানে কিছুক্ষণ পর পর বীভৎস সব কেস আসছে। কাছেই কোথায় যেন মারাত্মক একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আহতদের অনেকে তার চোখের সামনেই মারা যাচ্ছে। এসব দৃশ্য অনন্য সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু এমন যদি হয় যে সহ্য করতেই হবে ? অনিশবাবু যদি অপারেশন থিয়েটার থেকে আর না ফেরেন ? বাইরে অপার্থিব জ্যোৎস্না ফুটেছে।

সেদিনও এমন জ্যোৎস্না ছিল
তোমার কিছু কথা তোমার বুকেও জমা ছিল
সন্ধ্যা নেমে এলে দূর সাগর কেঁদেছিল
পায়ের আলপনা সৈকতের বুকজুড়ে
ভাটার গাঙচিল দৃশ্য চোখে যায় উড়ে
জানা তো হয়নি পায়ের ছাপ জোয়ার মুছেছিল কিনা
শোনা তো হয়নি সাগরজল কী গান গায় মনেমনে
শুধু জেনেছিলাম সেই সন্ধ্যা নীল পটভূমির প্রচ্ছদে বৃষ্টি হবে বলে কোনো
সুদূর পরবাসে মেঘের পরে মেঘ হায় কোথাও জমেছিল।

হিলটাউন। মহাসড়কের পাশেই শঙ্কনদীর কোল ঘেঁষে ছোট্ট জনপদ। হাইওয়ে থেকে একটিমাত্র এন্ট্রেন্স। এন্ট্রেন্সে লোহার গেট। পাশেই একটা সিকিউরিটি ক্যাম্প। গেটটা অনেকরাত অবধি খোলা থাকে। ভোরের আলোয় যখন টাউনটা জেগে ওঠে, গেটটাও রাতের আড়মোড়া ভেঙ্গে সরব হয়। ক্যাম্পের সামনের রাস্তাটায় ঝাড়ুর আঁচড় পড়ে। পেপারওয়ালা ছেলেটি পেপার নিয়ে ক্যাম্পের পাশে একটা বেঞ্চে এসে বসে। বারান্দায় শুয়ে থাকা কুকুরটি ঘুমচোখে বার দু'এক তাকিয়ে আবার শরীরের ওমে মাথা ডুবিয়ে দেয়। বাংলালিংকের অফিসের পাশের গলিতে গোটা ছয় বয়স্ক ব্যক্তি ভোরে হাঁটতে বের হয়েছেন। রোদ কিছুটা চড়লে কর্মজীবী মানুষেরা অফিসমুখো হয়। মহাসড়ক থেকে গেটের ভেতর দিয়ে তাকালে নানা শ্রেণির মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য একই পথে দেখা যায়। অফিসমুখী, গার্মেন্টসমুখী মানুষ। পেপারওয়ালা ছেলেটির খোঁজে ক্যাম্পের সামনে থামে অনন্য। ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে না। আজ মঙ্গলবার। প্রথম আলোর নকশার দিন। একটা পেপার নিতে হবে। স্ত্রীর সাপ্তাহিক বায়না। সাধারণত পেপার কেনা হয় না। নেটেই পড়া হয়।

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শ্রাবণের এক মেঘলা সকালে ২০ মাস পর আবার অফিস অভিমুখে। দিনটা অসম্ভব সুন্দর। মেঘে মেঘে আকাশের গ্যালারি ভরে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই নতুন মানুষ, নতুন মুখগুলোর সাথে দেখা হবে। বাঁকের ওপারে কী জানা না-ই বা থাকল, পথটা শুধুই যাওয়া।

বন্যা তখন নববধূ। অনন্য তখন একটা প্রাইভেট ফার্মে উদয়াস্ত খেটে চলেছে। এই শহরে একটা মাস অনেক দীর্ঘ মনে হতো। তাই বধূ যতই নব হোক, তাকে একটা ভালো পোষাক কি একটা উপহার দেওয়া অনন্যর সাধ্যের বাইরে। কদিন ধরে বন্যার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। এ মাসে এরমধ্যেই তিনবার ডাক্তার দেখানো হয়েছে। আবার যদি ডাক্তারের কাছে যেতে হয় অবশ্যই কারো কাছে ধার করতে হবে। কার কাছে ধার করবে অনন্য ? এখনো অর্ধেক মাস পড়ে আছে। কীভাবে যে মাসের বাকি দিনগুলো গুজরান হবে ওপরওয়ালাই জানেন। অনন্যর দুশ্চিন্তা হয়, আর বন্যা মনেমনে বলে- আল্লাহ্, এ মাসে যেন আর অসুস্থ না হই। ওপরওয়ালাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, তিনি সব সময় তা শোনেন না। তাই বন্যার প্রার্থনা বিফল করে দিয়ে আবারো প্রচণ্ড জ্বর এসে সারা শরীর কাঁপিয়ে দিল। অনন্য তবু মনেমনে একবার বলল, প্রভু তুমি জান।

ডিয়ার মারুফ

তোর মেইল পেয়েছি বেশ কয়েকদিন আগে। বিলম্বে উত্তর দেওয়ার জন্য দুঃখিত। আমরা এক রকম আছি। চাকরি ছাড়ার পর আয় সংকোচনের কারণে আমরা বাসা বদল করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু এই বাসাও ছেড়ে দেওয়া দরকার। দফায় দফায় ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। তার ওপর বাবা সারাক্ষণ প্রেশার দিচ্ছে সেপারেশনে যাওয়ার জন্য। চাকরি এবং নতুন বাসা খুঁজে চলেছি। অপেক্ষা কবে শেষ হবে জানিনা....

তখন শেষ রাতে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত বেদনার মতো নীলকাব্য- সমুদ্র সংশয়। সময় গেছে স্থির হয়ে। বিস্মৃতির অতল গহীনে তলিয়ে যাবার আগের অসমাপ্ত কবিতা; সবুজ গন্ধের দিন, অচেনার গাম্ভীর্যে চেনামুখ, সংশয়ের সমুদ্র স্নান, আর যা কিছু নিবিড় আদরের, সেই সব টুকরো ছবি হাতছানি দিয়ে ডাকে। ভেতরের অধীর নির্লিপ্তি আর বাইরের সাগরের গর্জনে দ্বিখণ্ডিত অনুভব সপ্রশ্ন চেয়ে থাকে।

সাগর কি জানে আত্মপ্রবঞ্চনার নাম প্রতারণা কিনা ? কোথায় থাকে এতো আর্তনাদ ? উধাও হয় বর্ষার সহস্র জলাধার ? কতটা দূর গেলে দূরত্ব ঘোচে ? কত গরলের পর অমৃত রোচে ? জীবনের কোন কানা গলিতে লুকিয়ে থাকে বাঁচতে চাওয়ার মানে ? বসন্তের প্রথমদিন, প্রথম অনুভব, প্রথম দীর্ঘশ্বাস- প্রবোধ না প্রবঞ্চনা ? সাগর কোনো প্রবোধ দেয়নি। ক্রমশ একলা হলে লুকোচুরি ঘোচে। ফাল্গুনের রাত কতই বা দীর্ঘ হয়। চাঁদ ঝাপসা হয়। সেট সাজতে থাকে পরের দৃশ্যের শট নেয়ার জন্য।

'কি খুঁজি মানুষের বিষাদের চোখে, কোথায় আলোর উৎসবে স্বপ্নের প্রতিবিম্ব ভাঙ্গে

একা একা আমি থাকি দাঁড়িয়ে, স্মৃতির ঝড়ো বাতাসে দু'জনার শরীর মেশাই'

কলিং বেলের শব্দ। ভেতর থেকে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা ভেসে আসে- কে ? আমি অনন্য। বন্যা দরজা খুলে দেয়। বন্যার দিকে তাকিয়ে অনন্যর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। এই বাসায় একা একমাসের ওপর হ'ল থাকছে। এই ক'দিনে তার স্বাস্থ্য ভেঙে চোয়াল বেরিয়ে এসেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। দৃষ্টি উদভ্রান্তের মতো হয়ে গেছে। সেই দৃষ্টিতে কোনো অভিমান নেই। নেই কোনো অভিযোগ। অনন্য দ্রুত হাতে এফিডেভিটের কাগজ বের করে। এই কাগজে বন্যা সাইন করে দিলেই তাদের সেপারেশন হয়ে যাবে। সাইন করার পর বন্যা কোথায় যাবে ? বাবার বাড়ি থেকে তো তাকে অনেক আগেই ত্যাগ করা হয়েছে। সে কি এই বাড়িতেই একা একা থাকবে ? কত দিন থাকবে ? সাইনের জন্য অনন্য বন্যার হাতে কলম তুলে দেয়। বন্যা কিছুক্ষণ পর একটা কেক হাতে ফিরে আসে। কিছুটা অংশ হাতে করে অনন্যর মুখে তুলে দিয়ে বলে- হ্যাপি বার্থ ডে। বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে।

হাসপাতালের কোলাহল, করিডোরে ডাক্তার নার্সদের ছোটাছুটি, বাইরের অপার্থিব জ্যোৎস্না, - সব একটু একটু করে উধাও হয়ে যায়। অনন্যর দৃষ্টি অপারেশন থিয়েটারের দরজা ভেদ করে ভেতরে চলে যায়। পাশাপাশি দুটো অপারেটিং বেড ধীরে ধীরে দুটো রেসিং ট্র্যাকে পরিণত হয়; একটা পৌঁছে গেছে পৃথিবীর এন্ট্রেন্সে, আরেকটা এক্সিটে। দুইজন দৌড়োচ্ছে। প্রবল বেগে দৌড়োচ্ছে; একজন আরেকজনের আগে প্রান্তে পৌঁছে যাবে বলে।

■ *লেখক : এডি, ডিওএস, প্র.কা.*

গাছের কাছে পত্র

'আমার প্রিয়তম আলমাস,

আজ আমি সেন্ট মারিস কলেজ ছাড়ছি। তাই আহত বোধ করছি। শাখার আঘাতে নয়, তোমার দীপ্ত সৌন্দর্যে। তুমি নিশ্চয়ই এমন কথা সবসময় শোন, তুমি যে এতো অসাধারণ একটি গাছ।'

কেউ একজন এই চিঠিটি লিখেছে। প্রিয়তমার কাছে নয়, সবুজ পাতার দেবদারু জাতীয় গাছের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের মানুষ এমনি হাজারো চিঠি পাঠিয়েছেন প্রিয় গাছটির কাছে।

২০১৩ সালে মেলবোর্ন নগর কর্তৃপক্ষ গাছকে আইডি নম্বর ও ই-মেইল অ্যাড্রেস দিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল লোকজন যাতে গাছের বিভিন্ন সমস্যার কথা (যেমন-ভাঙা ডাল, বিপদজনকভাবে হেলে পড়া শাখা ইত্যাদি) সহজে কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল গাছের সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে ওই ই-মেইলে নগরবাসী তাদের প্রিয় গাছের কাছে প্রেমপত্র লিখতে শুরু করে।

মেলবোর্নের এনভায়রনমেন্ট পোর্টফোলিওর চেয়ারম্যান কাউন্সিলর অ্যারন উড বলেন, উদ্যোগের ফলাফল হয়েছে বেশ ইতিবাচক। ই-মেইল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেলবোর্নের বাসিন্দাদের মধ্যে গাছের জন্য তীব্র ভালোবাসা আছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ই-মেইলে মানুষ শুধু সমস্যার কথাই জানাচ্ছে না। তার বাইরেও তারা নানা বিষয়ে অনেক কিছু লিখছে। সম্প্রতি প্রেরকের নাম গোপন রেখে বেশ কিছু ই-মেইল প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এতে দেখা যায়, কেউ গাছের প্রতি তার ভালোবাসা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে আবার কেউ অক্সিজেন দেওয়ার জন্য গাছের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। সৌন্দর্যের জন্য কেউ গাছকে ধন্যবাদ দিয়েছে তো কেউ গাছের কাছে নিজের অনুভূতির কথা বলেছে। কেউ গাছের কুশল জানতে চেয়েছে, কেউ জানিয়েছে শুভকামনা। এ রকম হরেক বিষয় চিঠিতে উঠে এসেছে।

কেউ গাছের কুশল জানতে চেয়েছে, কেউ জানিয়েছে শুভকামনা

শুধু মেলবোর্ন নয়, বরং বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসছে এসব চিঠি। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের বৃক্ষপ্রেমিকরাও ভুল করেননি চিঠি লিখতে। মজার বিষয় হ'ল গাছের কাছে লেখা ই-মেইলের জবাবও কোনো কোনো প্রেরক পেয়েছেন।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এ ধরনের উদ্যোগ শহর ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। এ ছাড়া শহরের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একটা ভূমিকা রাখে।

আফ্রিকায় কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করবে বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদে ফেনী-৩ আসনের সংসদ সদস্য রহিম উল্লাহর এক প্রশ্নের জবাবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সংসদকে জানান, আফ্রিকা মহাদেশে কৃষি জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ভাটিবাংলা এগ্রোটেক নামক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই আফ্রিকার দেশ জাম্বিয়াতে ১১ জন বাংলাদেশি কৃষককে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে জাম্বিয়ার সরকারের ছাড়পত্র পেয়েছে। এর মাধ্যমে আফ্রিকার কৃষি প্রকল্পে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলো। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশক্রমে আফ্রিকায় নিযুক্ত বাংলাদেশি মিশনগুলো আফ্রিকার দেশসমূহের সরকারের সাথে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে।

সম্প্রতি জাম্বিয়াতে বাংলাদেশি কৃষক নিয়োগ পেয়েছে

বাংলাদেশের নিটল-নিলয় গ্রুপ উগান্ডাতে ১০ হাজার হেক্টর ও আলফালাহ্ গ্রুপের এগ্রোটেক তানজানিয়াতে ৩০ হাজার হেক্টর জমি লিজ গ্রহণের ব্যাপারে তাদের সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যাচ্ছে। এসব লিজ গ্রহণ করা জমিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া এসব স্থানে খাদ্যশস্য উৎপাদন শেষে তা বাংলাদেশে বিক্রি করা যাবে বলে সরকার আশাবাদী।

আয়ু বাড়াতে গবেষণা

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' এ আকুতি সবার। কিন্তু চাইলেই এই আবেদন মঞ্জুর হবে না। কারণ প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সৃষ্টির সব প্রাণীকে একদিন এই জগৎ ছাড়তেই হবে। মানুষের পক্ষে অমরত্ব লাভ করা সম্ভব না হোক, বয়সকে টেনেটুনে কিছুটা লম্বা করার প্রয়াস কিন্তু চলছেই। গবেষকরাও বলছেন, সেটা সম্ভব। গবেষকরা এই কাজে চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর গবেষণা। উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে, মানুষ কেন বুড়ো হয়। কি করলে এই বুড়ো হওয়ার গতি কিছুটা কমানো যায়।

এসব গবেষণা যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তা কিন্তু নয়। টাইম ম্যাগাজিনের সর্বশেষ সংখ্যায় গবেষকদের প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে মানুষ দীর্ঘায়ু লাভে দিন দিন সফল হচ্ছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমেরিকান জনগণের গড় আয়ু দিন দিন বাড়ছে। এখন সেখানকার বহু মানুষ তেমন ঝুটঝামেলা ছাড়াই ৮০ থেকে ৯০ বছর দিব্যি পার করে দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য গবেষণার স্বার্থে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্ট্যানফোর্ড সেন্টার অন লনজেভিটি। একুশ শতকেই আমেরিকানদের আয়ু সফলভাবে আরো দীর্ঘ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এই চারটি ক্ষেত্র থেকে গবেষক নিয়োগ করেছে দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবন লাভের জন্য কোন বিষয়গুলো অপরিহার্য তা খুঁজে বের করার জন্য। গবেষণায় দেখা গেছে, সুস্থ সুন্দর ও দীর্ঘ জীবনের সাথে একাধিক বিষয় জড়িত। এর মধ্যে আর্থিক নিরাপত্তা একটি দিক; তবে প্রধান নয়। প্রধান হচ্ছে- খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম এবং মানুষে মানুষে সামাজিক সুসম্পর্ক। গবেষকরা জোর দিয়ে বলেছেন, তাদের গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে শক্ত পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন মানুষের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার সবচে' শক্তিশালী মাধ্যম। এটি চোখের আড়ালে শরীরের ও মনের বয়স বৃদ্ধির বিপরীতে কাজ করে। মানসিকভাবে চাপমুক্ত করে উভয়কে তরতাজা রাখে। আর এটা পরিষ্কার যে, মানুষ যদি মানসিক চাপমুক্ত থাকে তবে শরীরের কোষগুলো আরো সুন্দরভাবে কাজ করে। কোষের বুড়ো হওয়ার গতিও হ্রাস পায়।

■ *গ্রন্থনা : মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

ইন্ট্রানেট ছাড়াও কো-অপারেটিভ ব্যালান্স, বেতন শীটের তথ্য দেখার উপায়

মোঃ ইকরামুল কবীর

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের বাইরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমাদের বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের তথ্য, কো অপারেটিভ ব্যালান্সের তথ্য প্রভৃতি দেখতে পারি না। অনেকে বিদেশে পড়তে গেলে বা ট্রেনিংয়ে গেলে উক্ত তথ্যগুলো কিভাবে জানা যায় তা প্রায়শই জিজ্ঞাসা করে থাকেন। সাধারণত নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যাংকের বাইরে ব্যাংকের তথ্য এক্সেস করার ক্ষেত্রে এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তবে, ই-মেইলের মাধ্যমে আমরা সহজেই ব্যাংকের বাইরের যেকোনো জায়গা হতে অর্থাৎ আমাদের বাড়ি, হোটেল এমনকি দেশের বাইরে থেকে যেকোনো সময় আমাদের কিছু তথ্য দেখতে পারি। কিভাবে উক্ত তথ্য দেখা যায় তা চিত্রসহ নিম্নে দেখানো হলো :

১. প্রথমে ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে https://mail.bb.org.bd লিখে এন্টার বাটন প্রেস করুন। চিত্র নিম্নরূপ :

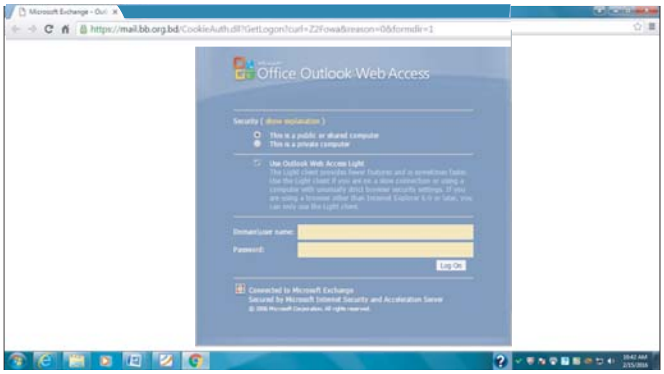

২. এরপর আপনার ই-মেইলের ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন। (যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-মেইল ব্যতীত অন্য ই-মেইল, যেমন জি মেইল, ইয়াহু মেইল ইত্যাদির মাধ্যমে এ সেবা পেতে চান তবে আগে হতে উক্ত ই-মেইলটি আপনার নামে নিবন্ধন করে রাখতে হবে)

৩. এরপর একটা নতুন মেইল ওপেন করে এর To বক্সে লিখুনঃ ess.query@bb.org.bd; এবং Subject বক্সে লিখুন আপনার প্রয়োজন মোতাবেক নিম্নের দেওয়া চার্ট হতে যেকোনো Keyword; এরপর send বাটন প্রেস করুন।

HELP	To get service help
GPF	To get General Provident Fund Information
Dhk-C-Acc	To get Dhaka Cooperative (BBKSRSL) Balance Statement
Ctg-C-Acc	To get Chittagong Co-operative (CHACRESO) Balance Statement
Salary	To get last Salary Information
Personal-info	To get Personal Information
Loan-hba	To get House Building Advance Information
Loan-car	To get Car Advance Information
Loan-cycle	To get Motor Cycle Advance Information
Loan-computer	To get Computer Advance Information
Nominee-info	To get Nominee Information
Medical-info	To get Medicine Consumption History
dhk-loan	To get Summary Statement of Dhaka Cooperative (BBKSRSL) Loan

উদাহরণস্বরূপ কিভাবে Salary তথ্য দেখতে হয় নিম্নে চিত্রসহ তা দেখানো হলো :

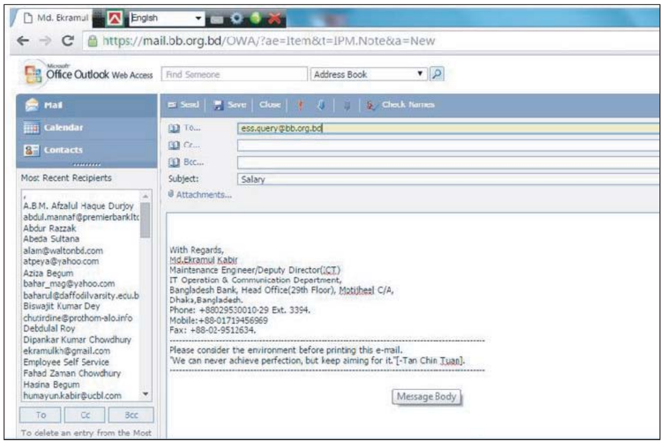

৪. কিছুক্ষণ পর আপনার ই-মেইলে আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্যসহ একটি ফিরতি ই-মেইল পাবেন। (*অনেকসময় ফিরতি মেইল প্রাপ্তিতে কিছুটা সময় লাগতে পারে)

■ *লেখক, মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র. কা.*

নেট বিনোদন

কোনো দুর্গম পথই আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না

সাবধানে চালাইও গাড়ি নিচে বিশাল খাদ....

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ ইমদাদুল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৫
বিভাগ : এইচআরডি-২

এ.এন.এম. গিয়াসউদ্দিন (মুক্তিযোদ্ধা)

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩/১২/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-২

শোক সংবাদ

প্রাক্তন গভর্নর এ, কে, এন, আহমেদের ইন্তেকাল

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর এ, কে, এন, আহমেদ গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। জানাজা শেষে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৭৪ সালে এ, কে, এন, আহমেদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিযুক্ত হন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝিতে তিনি আইএমএফের উপদেষ্টা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকে তিনি প্রথমে জাপান ও পরে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ও বিশ্বের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ, কে, এন, আহমেদ কলকাতার তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এমএসএস ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ, কে, এন, আহমেদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সাজ্জাদ জহির

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১/২/২০১৬
বিভাগ : আইএডি

তপন চন্দ্র পাল

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
১৫/১০/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ আইনুল হক

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/১/২০১৬
বিভাগ : এফআরটিএমডি

মোঃ আব্দুর রশীদ আকন্দ (মুক্তিযোদ্ধা)

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১২/৩/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
বিভাগ : আইএডি

শেখ শাহাবুদ্দীন

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/৯/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
২/১/২০১৬
খুলনা অফিস

সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
৮/২/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৮/২/২০১৬
বিভাগ : ডিএমডি

মোঃ কেরামত আলী মোল্লা (মুক্তিযোদ্ধা)

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৭/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৯/১/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ আব্দুর রহমান-১

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১১/১/২০১৬
খুলনা অফিস

মোঃ হেকমত আলী

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
২৬/৪/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
১০/১০/২০১৫
খুলনা অফিস

সঞ্চিতা রানী দাস

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৪/১/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
৪/১/২০১৬
বিভাগ : ডিসিএম

রিজিয়া খাতুন

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/৮/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি :
৩/১/২০১৬
খুলনা অফিস

মোঃ শাহজাহান মির্দা

(কেয়ারটেকার-১ম মান
ব্যাংকে যোগদান :
২৯/১২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১৮/১২/২০১৫
খুলনা অফিস

২০১৫ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

ওয়াসিফ আহমেদ (নিলয়)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল

মাতা: ইসমত আরা
পিতা: শামীম আহমেদ
(ডিডি, এফআইসিএসডি, প্র.কা.)

মোঃ আবু সাদিক সাদী
বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট

মাতা: হোসনে আরা বেগম
পিতা: মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান
(ডিএম, সিলেট অফিস)

প্রীতম রায় শৈবাল
ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট

মাতা: রেবা রানী রায়
(ডিএম, সিলেট অফিস)
পিতা: শংকর চন্দ্র সাহা

আবু মাহদী চৌধুরী
আল-আমীন ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট

মাতা: ছুফিয়া খানম
পিতা: মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ আলমগীর চৌধুরী
(এএম, সিলেট অফিস)

সেফায়েত উল্লাহ্
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইন্সটিটিউট

মাতা: শেফালী বেগম
পিতা: মোঃ আমান উল্লাহ্
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

ওয়াসিফ কাইয়ুম
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আফিয়া খাতুন
পিতা: খোন্দকার আব্দুল কাইয়ুম
(জেডি, আইএডি, প্র.কা.)

মোঃ তৌহিদুর রহমান লিমন
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: মোছাঃ রাশিদা খাতুন (মিনা)
পিতা: মোঃ লুৎফর রহমান
(ফোরম্যান, মতিঝিল অফিস)

রাফিদ আনোয়ার আজিজ
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

মাতা: নায়লা সুলতানা
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্র.কা.)

নাফিম আনোয়ার আজিজ
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

মাতা: নায়লা সুলতানা
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্র.কা.)

ইমদাদ আহমেদ রাফি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: রুনা ইব্রাহিম
পিতা: মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
(ডিডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

নাফিছ ফুয়াদ
খুলনা জিলা স্কুল

মাতা: নাছিমা আখতার
(এএম, খুলনা অফিস)
পিতা: শেখ আব্দুল জলিল
(জেডি, খুলনা অফিস)

মুজাদ্দিদ মেহরাব
খুলনা পাবলিক কলেজ

মাতা: হামিদা খাতুন
(ডিএম, খুলনা অফিস)
পিতা: এ কে এম মুসা কলিমুল্লাহ

২০১৫ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

তাসমিয়া মাহমুদ ঈলা
ঢাকা ওয়াইএমসিএ

মাতা: নুরুন্নাহার
(জেডি, গভর্নর সচিবালয়)
পিতা: খান মোঃ সুলতান মাহমুদ

শিল্পী মন্ডল
খুলনা সাহস মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাতা: শিখা মন্ডল
পিতা: নির্মল কান্তি মন্ডল
(ডিএম, খুলনা অফিস)

সুমাইয়া স্বপ্না
ক্রিয়েটিভ মডেল একাডেমি, ডেমরা

মাতা: খাদিজা বেগম
পিতা: মোঃ শাহজাহান-৩
(সিনি. সিটি, মতিঝিল অফিস)

মোঃ মেসবাউজ্জামান (রানা)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: রোকেয়া পারভীন
পিতা: মোঃ আবদুল করিম
(এএম, মতিঝিল অফিস)

নওরিন নুসরাত লামিয়া
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: লুৎফন নাহার লুনা
পিতা: মৃধানবী হোসেন
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

মাবরুর আহমেদ সিদ্দিক
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: ওয়াহিদা নাসরিন
(ডিজিএম, এসএমইঅ্যান্ডএসপিডি, প্র.কা.)
পিতা: রফিক আহমেদ সিদ্দিক

কম্বল বিতরণ

ব্যাংকিং খাতের সিএসআর কার্যক্রম

প্রতিবছর দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর সার্বিক উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। সিএসআরের (কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি) মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে আরো ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের অভিভাবক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকও স্বতন্ত্র কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল'।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা হতে পাঁচ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে নিয়ে এ তহবিলটি পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নসহ একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের পরিমাণ পাঁচ কোটি থেকে দশ কোটিতে উন্নীত করেছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ, মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের ব্যাংকিং খাত বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবছর শীতকালে দেশের শীতপ্রধান অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা মানবেতর জীবন কাটায়। এ সময় বিভিন্ন ব্যাংক তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী গরম কাপড় ও কম্বল বিতরণ করে। এ বছরও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে (মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, কমলগঞ্জ, ঈশ্বরদী প্রভৃতি) ব্যাংকগুলো নিজস্ব উদ্যোগে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের মাধ্যমে অনেক শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ বছর (২০১৫-১৬ সালে) মোট ১১ লক্ষ ৫ হাজার ৩শ কম্বল বিতরণ করেছে।

ঋতু বৈচিত্র্যের বিপুল জনগোষ্ঠীর এ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অধিকাংশ লোকই মানবেতর জীবন যাপন করে। সরকারের পাশাপাশি এই অসহায় জনগোষ্ঠীর পাশে ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথা সামর্থ্য অনুযায়ী সবারই বিশেষ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে আর্থিক খাতের অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক সমগ্র ব্যাংকিং খাতের সিএসআর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শীত, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বিভিন্ন মহামারি, ভূমিধস, ভবনধস প্রভৃতি দুর্যোগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সিএসআর কার্যক্রম তদারকিতে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি সজাগ। ব্যাংকগুলোও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সিএসআর পরিকল্পনা ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন আনতে বেশ সফল হয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।